দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 JUL 2005

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ভাল কলেজে কম মেধাবীদের জন্য কিছু আসন রাখার পরামর্শ দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ কেবল জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরাই রাজধানীসহ দেশের নামীদামী কলেজে ভর্তি হোক এটা চায় না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, অতি ভালর সঙ্গে ভাল বা কম ভাল কিছু শিক্ষার্থী অভিজাত কলেজে ভর্তির সুযোগ পাক। যে কারণে ভাল কলেজে জিপিএ-৫ ছাড়াও চার বা তিন পেয়েছে এমন কিছু শিক্ষার্থীর জন্য শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ আসন রাখার পরামর্শ দেয়া হবে সংশ্লিষ্টদের। এসএসসির ফলে গ্রাম ও শহরের যে বৈষম্য বা ব্যবধান তা ভর্তির বেলায়ও যাতে দৃশ্যমান না হয় সে বিষয়টি নিয়েও মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা চিন্তা-ভাবনা করছেন। আগামীকাল শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী সভায় বিষয়টি আলোচনা হবে।

জানা যায়, জিপিএ-৫ পেলেই এ বছর ভাল কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা নেই। গত বছর ৮ হাজার ৫৯৭ ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেলেও রাজধানীর ভাল কলেজগুলোতে একই জিপিএ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাতকার অথবা চতুর্থ বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে ভর্তিচ্ছু নির্বাচন করা হয়। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫ হাজার ৬৩১ ছাত্রছাত্রী। কিন্তু জিপিএ-৫ থেকে চার পেয়েছে ৬৫ হাজার ১৭৫ ছাত্রছাত্রী এবং জিপিএ চার থেকে তিন পেয়েছে ৬৩ হাজার ২০০ ছাত্রছাত্রী। গ্রেডিং সিস্টেমে জিপিএ-৫ থেকে চার যারা পেয়েছে তাদের অনেকেই মেধাবী। এমন অনেকেই আছে যারা একটি বিষয়ে শতকরা ৮০ ভাগের কম নম্বর পাওয়ায় এবং বাকি সব বিষয়ে ৮০ নম্বর পেয়েও জিপিএ-৫ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবনা হচ্ছে, কেবল গ্রেড পয়েন্ট এভারেজের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলে ভাল কলেজে কেবল জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাবে। তাছাড়া গ্রাম থেকে শিক্ষার্থী উঠে আসার সম্ভাবনা আরও সঙ্কুচিত হবে। এই শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করছে, প্রত্যেক ভাল কলেজে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ আসন গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ কম পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হলে অতি ভাল এবং তুলনামূলক কম ভাল কিছু শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামীকাল শনিবারের বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক মন্ত্রণালয়, সকল শিক্ষাবোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর সংশ্লিষ্টদের সম্মতির ভিত্তিতে তা পরামর্শ হিসাবে সংশ্লিষ্টদের জানানো হবে। এ সম্পর্কে ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ হাফিজ উদ্দিন বলেন, কম মেধাবীদের এ ধরনের সুযোগ প্রদান কোন বৈষম্য সৃষ্টি করবে কিনা সেটি দেখে দেখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রে সমানভাবে ভর্তির অধিকার ক্ষুণ্নের প্রশ্ন উঠতে পারে।